এই পদ্ধতিগুলোকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক) বেচা-কেনা পদ্ধতি ঃ

১. বাই-মুরাবাহা
২. বাই-মুয়াজ্জাল
৩. বাই-সালাম
৪. বাই-ইস্‌তিস্‌না

খ) মালিকানায় অংশীদারিত্ব বা শিরকাতুল মিল্‌ক এর ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ বা ভাড়ায় ক্রয় পদ্ধতি ঃ

১. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক (এইচপিএসএম)।

বাই-মুরাবাহা (চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়) ঃ

কোন পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে বিক্রয় করাকে বাই-মুরাবাহা বলে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের সম্মতিতে ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রয় করে।

বাই-মুরাবাহা হজ্ব ও ওমরাহ্ ফাইন্যান্সিং (বাস্তবায়নাধীন)

ক) বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল : ৫ বছর

খ) বিনিয়োগ সীমা : হজ্ব (সরকার ঘোষিত প্যাকেজ মূল্য), ওমরাহ্ (সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা)

গ) সম্ভাব্য মুনাফার হার : ৮%

বাই-মুয়াজ্জাল (বাকিতে বিক্রয়) ঃ

বাই-মুয়াজ্জাল বলতে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বাকিতে মাল বিক্রয় করাকে বোঝায়। ব্যাংক পণ্য ক্রয় করে তার উপর পূর্ণ মালিকানা নিশ্চিত করার পর পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে এবং চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে গ্রাহককে উক্ত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিপত্রে পণ্যের ধরণ, গুণাগুণ, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, সরবরাহের স্থান ও সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি প্রভৃতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

⇨ বাই-মুয়াজ্জাল ভোগ্যপণ্য বিনিয়োগ (HDS)

ক) বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল : ৫ বছর

খ) বিনিয়োগ সীমা : সর্বোচ্চ ৮ (আট) লক্ষ টাকা

গ) সম্ভাব্য মুনাফার হার : ৯%

⇨ বাই-মুয়াজ্জাল হাইপোথিকেশন

ক) বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল : ১ (এক) বছর

খ) বিনিয়োগ সীমা : মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক

গ) সম্ভাব্য মুনাফার হার : ৯%

বাই-সালাম (অগ্রিম ক্রয়) ঃ

বাই-সালাম হলো এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তি যার আওতায় ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহের শর্তে ব্যাংক মালের ক্রয়-মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করে এবং তা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করতে পারে।

বাই-ইস্‌তিস্‌না ঃ

বাই-ইস্‌তিস্‌না বলতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত এমন এক চুক্তিকে বুঝায় যাতে ক্রেতা কর্তৃক চাহিদালব্ধ বস্তু উৎপাদনকারী কর্তৃক তৈরী করে সরবরাহ করার অঙ্গীকার থাকে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কারিগর বা কারখানার মালিকের নিকট তার উদ্দিষ্ট দ্রব্য নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে প্রস্তুত করে দেয়ার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কারিগর বা মালিক উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করলে বাই-ইস্‌তিস্‌না চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে কাঙ্খিত পণ্যের মূল্য, ধরণ, শ্রেণি, পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়া, পণ্য সরবরাহের স্থান, সময় ও পরিবহন খরচ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে। এছাড়াও ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে পণ্যের আংশিক বা পূর্ণ মূল্য আগাম প্রদান করা যেতে পারে।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক (এইচপিএসএম) ঃ

এই পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন, যন্ত্রপাতি, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে তার মালিকানা অর্জন করেন। পণ্য বা মালামাল ক্রয়ের আগে এর প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ এবং জামানতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদিত হয়।

⇨ সাধারণ গৃহ নির্মাণ বিনিয়োগ

ক) ব্যক্তি পর্যায়ে আবাসিক গৃহ নির্মাণ

- বিনিয়োগ সীমা : সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা
- বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল : ১২ (বার) বছর
- গ্রেস পিরিয়ড : ১ বছর ৬ মাস
- সম্ভাব্য মুনাফার হার : ৯%

খ) ব্যক্তি পর্যায়ে আবাসিক ফ্ল্যাট ক্রয়

- বিনিয়োগ সীমা : সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা
- বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল : ১২ (বার) বছর
- গ্রেস পিরিয়ড : ৬ মাস
- সম্ভাব্য মুনাফার হার : ৯%

গ) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ

- বিনিয়োগ সীমা : সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা
- বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল : ৩ (তিন) বছর
- গ্রেস পিরিয়ড : ৬ মাস
- সম্ভাব্য মুনাফার হার : ৯%

ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর অন্যান্য সেবাসমূহ ঃ

ক) অন-লাইন ব্যাংকিং সুবিধার মাধ্যমে দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ এবং উত্তোলন।

খ) পেমেন্ট অর্ডার / ডিমান্ড ড্রাফট ইস্যু।

গ) সেন্ট্রাল ক্লিয়ারিং সুবিধা।

ঘ) বিইএফটিএন সুবিধা।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এর
ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন ঃ
www.sonalibank.com.bd

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ইসলামী ব্যাংকিং ডিভিশন প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এর

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
Sonali Bank Limited
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর অশেষ রহমতে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান দিয়ে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়াহ্‌র উপর প্রতিষ্ঠিত। শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের সমন্বয়ে একটি শরীয়াহ্ সুপারভাইজরী কমিটি কাজ করছে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এ ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো প্রতিষ্ঠা ঃ

রাষ্ট্র মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ২৯ জুন, ২০১০ তারিখে ৫টি শাখায় উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তিতে ০১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে আরো ৬টি শাখায় এবং ০১ মার্চ, ২০২০ তারিখে আরো ৪৭টি শাখায় ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো খোলার মাধ্যমে বর্তমানে দেশের ৫৪টি জেলা শাখা এবং ৪টি প্রাতিষ্ঠানিক শাখার আওতায় কোর ব্যাংকিং সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় শরীয়াহ্ ভিত্তিক অন-লাইন ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়া।
- ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক আর্থিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করে একনিষ্ঠভাবে জনগণের কল্যাণে, কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উৎকর্ষতা আনয়ন।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সুনাম অক্ষুন্ন রেখে দীর্ঘদিনের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করা।
- প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মাধ্যমে সঞ্চয়কে উৎসাহিত করা।
- অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

ব্যাংকিং কার্যক্রম ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোসমূহ অন-লাইন ব্যাংকিং সুবিধাসহ নিম্নলিখিত ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে ঃ

১. আমানত গ্রহণ
২. বিনিয়োগ সহায়তা
৩. সাধারন ব্যাংকিং সেবা প্রদান

আমানত গ্রহণ ঃ

বিভিন্ন ধরনের হিসাবের মাধ্যমে উইন্ডোসমূহ আমানত গ্রহণ করে থাকে। আমানত গ্রহণের উদ্দেশ্যে হিসাবগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক) আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব
খ) মুদারাবা হিসাব

আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব ঃ

ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোসমূহ ইসলামী শরীয়াহ্‌র আল-ওয়াদিয়াহ্ নীতির ভিত্তিতে আল-ওয়াদিয়াহ্ চলতি হিসাব পরিচালনা করে। এই হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক গ্রাহককে চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করে। অন্যদিকে, ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে এই অনুমতি নেয় যে, ব্যাংক তাঁর টাকা ব্যবহার করতে পারবে। এই হিসাবে গ্রাহক তার ইচ্ছামাফিক লেনদেন করতে পারেন। এই হিসাবে কোন লাভ দেওয়া হয় না কিংবা জমাকারীকে কোন লোকসানও বহন করতে হয় না।

মুদারাবা হিসাব ঃ

ইসলামী শরীয়াহ্‌র মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত হিসাবগুলো পরিচালিত হয় ঃ

- মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (MSA)
- মুদারাবা বিশেষ নোটিশ জমা হিসাব (MSNDA)
- মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব (MTDR)
- মুদারাবা মাসিক মুনাফা স্কিম (MMPS)
- সোনালী মাসিক আমানত স্কিম (SMDS)
- মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী জমা হিসাব (MHSDA)
- সোনালী মাসিক দেনমোহর আমানত স্কিম (SMDDS)
- সোনালী মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড (SMSB) (বাস্তবায়নাধীন)

⇨ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব (MSA)

ক) চেকের মাধ্যমে সপ্তাহে দুইবার টাকা উত্তোলনযোগ্য।
খ) সম্ভাব্য মুনাফার অনুপাত - গ্রাহক ঃ ব্যাংক ঃঃ ৩৫ ঃ ৬৫।
গ) ইনকাম শেয়ারিং অনুপাতের ভিত্তিতে মুনাফার হার নির্ধারণ।

⇨ মুদারাবা বিশেষ নোটিশ জমা হিসাব (MSNDA)

ক) সাত দিনের নোটিশে যেকোন পরিমাণ টাকা উত্তোলনযোগ্য।
খ) যে কোন পরিমাণ টাকা জমা করা যায়।
গ) সম্ভাব্য মুনাফার অনুপাত - গ্রাহক ঃ ব্যাংক ঃঃ ২৫ ঃ ৭৫।

⇨ মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব (MTDR)

ক) ৩ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস, ২৪ মাস এবং ৩৬ মাস মেয়াদী।
খ) জমার পরিমাণ ৫,০০০ টাকা বা এর গুণিতক।
গ) সম্ভাব্য মুনাফার অনুপাত - গ্রাহক ঃ ব্যাংক
৩ মাস পর্যন্ত ৫০ ঃ ৫০
৬ মাস পর্যন্ত ৬০ ঃ ৪০
১২ মাস পর্যন্ত ৬৫ ঃ ৩৫
২৪ মাস পর্যন্ত ৬৮ ঃ ৩২
৩৬ মাস পর্যন্ত ৭০ ঃ ৩০

⇨ মুদারাবা মাসিক মুনাফা স্কিম (MMPS)

ক) হিসাবের মেয়াদকাল : ৩ বছর ও ৫ বছর
খ) জমার পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা বা এর গুণিতক
গ) সম্ভাব্য মুনাফার অনুপাত - গ্রাহক ঃ ব্যাংক ঃঃ ৬০ ঃ ৪০ (৩ বছর মেয়াদী), ৬৫ ঃ ৩৫ (৫ বছর মেয়াদী)

⇨ সোনালী মাসিক আমানত স্কিম (SMDS)

ক) হিসাবের মেয়াদকাল : ৫ বছর ও ১০ বছর
খ) কিস্তির পরিমাণ ১,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা
গ) সম্ভাব্য মুনাফার অনুপাত- গ্রাহক ঃ ব্যাংক ঃঃ ৬০ ঃ ৪০ (৫ বছর মেয়াদী), ৬৫ ঃ ৩৫ (১০ বছর মেয়াদী)

⇨ মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী জমা হিসাব (MHSDA)

ক) হিসাবের মেয়াদকাল : ১ বছর থেকে ২৫ বছর
খ) মাসিক জমার পরিমাণ ঃ সর্বনিম্ন ১,৯৫০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৩৬,০০০ টাকা
গ) সম্ভাব্য মুনাফার অনুপাত - গ্রাহক ঃ ব্যাংক ঃঃ (৬৫ - ৭৫) ঃ (৩৫ - ২৫)।

⇨ সোনালী মাসিক দেনমোহর আমানত স্কিম (SMDDS)

ক) হিসাবের মেয়াদকাল : ৫ বছর এবং ১০ বছর
খ) কিস্তির পরিমাণ : ১,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা
গ) সম্ভাব্য মুনাফার অনুপাত - গ্রাহক ঃ ব্যাংক ঃঃ ৬০ ঃ ৪০।

⇨ সোনালী মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড (SMSB) বাস্তবায়নাধীন

ক) হিসাবের মেয়াদকাল : ৫ বছর এবং ৮ বছর
খ) এককালীন জমার পরিমাণ : ৫,০০০ (পাঁচ হাজার), ১০,০০০ (দশ হাজার), ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার), ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার), ১,০০,০০০ (এক লক্ষ), ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ), ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) এবং ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা।
গ) সম্ভাব্য মুনাফার অনুপাত - গ্রাহক ঃ ব্যাংক ঃঃ ৫ বছর (৭৫ ঃ ২৫) এবং ৮ বছর (৮০ ঃ ২০)।

মুদারাবা হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক 'মুদারিব' এবং গ্রাহক 'সাহিব আল মাল' হিসেবে গণ্য হন। ব্যাংক জমাকারীর পক্ষে তাঁর জমাকৃত অর্থ শরীয়াহ্ মোতাবেক নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ করে এবং মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় মুদারাবা হিসাবসমূহে Income Sharing Ratio (ISR) পদ্ধতিতে বণ্টন করা হয়। মুদারাবা আমানতের মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে আইএসআর পদ্ধতিতে মুনাফা হিসাবায়ন সহজ এবং প্রতি মাসেই সমন্বয়যোগ্য হওয়ার কারণে বছর শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। তাছাড়া অন্যান্য আমানতের সাথে আন্তঃসম্পর্ক আইএসআর হিসাবায়নে কোন প্রভাব পড়ে না, যা গ্রাহকদের মুনাফা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থা তৈরি করে।

বিনিয়োগ কার্যক্রম ঃ

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়াহ্‌র ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে।